দৈনিক বাংলা

C55

তারিখ 11 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 4 ...

## সমকালীন বাংলা সাহিত্য : সেমিনার শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

'সমকালীন বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত তিনদিনব্যাপী সেমিনার গতকাল সকালে সোসাইটিতে শুরু হয়েছে। মোট ১২টি বিষয়ের ওপর পঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনা ফেব্রুয়ারী নাগাদ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। সেমিনার অনুষ্ঠান ও প্রকাশনা বাবদ বাজেট করা হয়েছে দুই লক্ষ ৪০ হাজার টাকার।

গতকাল সকালের অধিবেশনের দুটি পর্বে সভাপতিত্ব করেন রাজ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

## সেমিনার শুরু

(প্রথম পৃঃ পর)

শাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ। প্রথম পর্বের আলোচ্য বিষয় ছিল কবিতা। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব হায়াৎ সাইফ (বাংলাদেশের কবিতা : অন্বেষণ উপলব্ধি) এবং জনাব মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ (বাংলাদেশের কবিতা)। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি জনাব এ কে এম যাকারিয়া ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সকালে অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় পর্বের বিষয় ছিল 'শামসুর রাহমানের সাফল্য'। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডক্টর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। দুটি পর্বের বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর কবীর চৌধুরী, প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কবি আল মাহমুদ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ডক্টর ওয়াকিল আহমদ মিসেস রুবী রহমান, বেগম আখতার কামাল ও মিসেস সালেহা আনোয়ারউদ্দিন।

জনাব হায়াৎ সাইফ তার প্রবন্ধে বলেন, একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে যে সত্তর দশকের মধ্যবর্তী কাল থেকেই আমাদের কবিতা অবক্ষয় কবলিত হয়ে পড়েছে। এই ধারণাটিকে বাস্তবতার নিরিখে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেয়া কষ্টকর। বোধগম্য কারণেই এক ধরনের নৈরাজ্য ও নির্বেদের প্রতিভাস সাম্প্রতিক কবিতায় থাকলেও এটাও বাস্তব সত্য যে স্বাধীনতা পরবর্তী কালেই এবং সাম্প্রতিক কালেও প্রকাশিত কবিতা পুস্তকের সংখ্যা সর্বাধিক। তিনি বলেন, সত্তরের দশকে যে কাব্য ভাষা তৈরী হয়েছে তার থেকে আমাদের বর্তমান কবিতার কোন উত্তরণ ঘটছে না। এবং সমাজের মধ্যে গতিশীল ধনাত্মক পরিবর্তনের অভাবে বিষয় আশয়েও কোন নূতন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে না দীর্ঘদিন থেকে। এ সময় প্রয়োজন বলিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সমালোচকের যাতে করে কোন নতুন দিক-নির্দেশ ঘটতে পারে।

জনাব মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ তার প্রবন্ধে বলেন, ষাটের দশকে আমাদের কবিতায় যে আলোকচ্ছটা লক্ষ্য করে আমরা উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম সত্তরে এসে তা স্তিমিত হয়েছে। আশিতে এসে সে উদ্দীপনা প্রায় অন্তর্হিত বলা যায়। তবে আশার কথা এই যে, নতুন জোয়ার এসেছে নাটকে। বিশেষ করে কাব্য নাট্য একটি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় মাধ্যম রূপে নিজের আসনটিকে সুদৃঢ় করে নিচ্ছে। আশির দশকে কবিতায় যখন আকাল তখন কাব্যনাট্যের দিকেই সম্ভবত আমরা তাকিয়ে থাকব।

ডক্টর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম 'শামসুর রাহমানের অর্জন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধে বলেন, শামসুর রাহমানের পূর্ণতর মূল্যায়নের সময় হয়তো আসেনি—তিনি এখনো লিখে যাচ্ছেন। কিন্তু তিন দশক ধরে কাব্যচর্চায় নিয়োজিত এই কবি যে কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন তা বাংলা কবিতার ভূগোল ও জলবায়ু চিরদিনের মতো প্রভাবিত করেছে, পরিবর্তিত করেছে। তিনি কবিতায় নতুন মাত্রাই শুধু সংযোজন করেন নি, একটি নতুন অর্থও যোগ করেছেন। যে যুগ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা তার নিজস্ব। তিনি আমাদের একটি ভাষা উপহার দিয়েছেন যা আগে আমাদের ছিল না।

তিনি বলেন, পাঁচমিশেলে কবিতা আপাতদৃষ্টিতে একটি শান্ত নিস্পন্দ মুখশ্রী ধারণ করেছে। এবং ঢাকা কেন্দ্রিক কবিতায় দেখা যাচ্ছে দুইশ বছরের পরাজয়ের পর মুসলমান মানসের পুনরুত্থানের আনন্দ হর্ষ সঞ্জাত এক ধরনের মেকী আবেগ। প্রচুর অকবি ও নিম্ন মানের কবিতে সাহিত্যাঙ্গন ভরে গেছে।

আলোচকবৃন্দ প্রবন্ধ তিনটির ভালোমন্দ দিক মোটামুটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভাপতি বলেন, প্রবন্ধ তিনটি সুখপাঠ্য।

বৈকালিক অধিবেশনের দুই পর্বের বিষয় ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ ও সৃজনশীল সাহিত্য' এবং 'বাঙালী লেখক ও অন্য দিগন্ত'।

আজকের সেমিনারের বিষয় চারটি হচ্ছে : 'উপন্যাসের স্বরূপ : আঙ্গিকের বিবেচনা', 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শিল্প', 'বাংলা উপন্যাসে নারী পুরুষ সম্পর্ক' এবং 'সমকালীন উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতা'।